দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 19 MAY 2005 ...
পৃষ্ঠা ... ১৭ কলাম ... ৭ ...

পাবলিক পরীক্ষার হলে অনুকূল পরিবেশ ঃ কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

মোহাম্মদ আবুদ্দারদা

'পরীক্ষা'- তিন অক্ষরের ক্ষুদ্র এ শব্দটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাপক। একজন ছাত্রের মেধা, প্রজ্ঞা ও পাঠ্যক্রমিক জ্ঞানের বিশালতা যাচাইয়ের জন্য অনাদিকাল হতে চলমান একটি প্রক্রিয়া পরীক্ষা। সারাটি বছর ধরে অর্জিত বিষয়ভিত্তিক এ পাঠ্যক্রমিক জানা-অজানা ও যোগ্যতা যাচাইয়ের মাপকাঠি হিসেবে পরীক্ষা পদ্ধতি চলে আসছে। একটি শান্তশিষ্ট নীরব পরিবেশে তিন/চার/পাঁচ ঘণ্টার কাগজ-কলম-মস্তিষ্কের লড়াই চালিয়ে যোগ্যতা প্রমাণের আপ্রাণ প্রচেষ্টা পরীক্ষা। বিষয়টি সহজেই উৎরানোর জন্য প্রতিটি শিক্ষার্থী তাই সতত উন্মুখ, অধীর ও উৎকণ্ঠিত থাকে। আমাদের চলমান শিক্ষা ব্যবস্থায় একজন শিক্ষার্থীর পাঠ্যক্রমিক জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য দু'ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি বিদ্যমান- তত্ত্বীয় পরীক্ষা ও ব্যবহারিক/ মৌখিক পরীক্ষা। মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষার বিষয়সমূহের তত্ত্বীয় পরীক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষণীয়। পক্ষান্তরে বিজ্ঞানের বিষয়সমূহে তত্ত্বীয় পরীক্ষা পদ্ধতির পাশাপাশি ব্যবহারিক পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। উভয় ধরনের পাঠ্যক্রমিক শাখায় কম বেশি মৌখিক পরীক্ষার সম্পৃক্ততা আছে।

একজন শিক্ষার্থী পাঠ্যক্রমিক যে কোন বিষয়ে বছরব্যাপী শ্রেণীকক্ষ ও এর পারিপার্শ্বিক অবস্থান হতে যে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে তা সে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে পরীক্ষার হলের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কিছু বাছাই করা প্রশ্নোত্তর উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে। যা তার পাঠ্যক্রমিক জ্ঞান যাচাই ও তুলনার মাপকাঠি। পরীক্ষার হলের এ নির্দিষ্ট সময় তাই একজন শিক্ষার্থীর জন্য মহামূল্যবান। ভাল ফলাফলের প্রত্যাশায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রস্তুতি সম্পন্ন করে সর্বোত্তম প্রচেষ্টায়।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বছরগুলোতে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, অত্যধিক নকল প্রবণতা ইত্যাদি দুর্নীতি ও অনাচার পরীক্ষা পদ্ধতিকে কলুষিত করায় সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিল। বিগত কিছুদিন আগ পর্যন্ত পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো এক একটি যেন একটি 'নকল মেলা'য় পরিণত হতো। নোট-গাইড-টেক্সট কাটা-ছেঁড়ার এক তীব্র প্রতিযোগিতায় তৎপর হতো পরীক্ষার্থী ও তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীবৃন্দ(!)। পরীক্ষা কার্যক্রমে দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের পর্যন্ত লাঞ্ছিত ও নাজেহাল হতে হয়েছিল বহু ক্ষেত্রে। অধুনা এ পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে। এ সময়ের পরীক্ষার হলগুলোতে তাই সুনসান নীরবতা, খাতা-কলমের লড়াইয়ে ব্যস্ত পরীক্ষার্থী- যা এক সময় চিন্তা করাটাও ছিল অসম্ভব ব্যাপার। এ পরিস্থিতির উন্নতি ও ধারাবাহিকতা রক্ষায় বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যথার্থই প্রশংসনীয়।

কিন্তু, এ ভাবগম্ভীর পরিবেশ ও নীরবতা ভেঙে খানখান হয়ে পড়ে হঠাৎ হল পর্যবেক্ষণরত কোন সম্মানিত শিক্ষকের সামান্য অসাবধানতায় যখন পকেটের 'মোবাইল' নামক কথন যন্ত্রটি বেজে ওঠে তীব্রস্বরে। যা নিঃসন্দেহে প্রতিটি পরীক্ষার্থীর তীক্ষ্ণ মনোযোগ ব্যাঘাতের বিশ্রী একটি কারণ। জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের অনেকে আবার পরীক্ষা শুরুর অব্যবহিত পরেই স্নেহভাজন নবীন সহকর্মীটিকে কক্ষ পর্যবেক্ষণের কাজটি দিয়ে নিজেরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে। ফলশ্রুতিতে, অনেকগুলো সম্মিলিত ক্ষুদ্র শব্দ সুন্দর মৃদু সমধুর গুঞ্জন তোলে নীরব পরীক্ষার হলে।

আমাদের সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলীর অনেকেই আবার দু'এক দণ্ড কথা না বলে সময় কাটানোর অভ্যেস নেই। চা-সিঙ্গারা খাওয়ার ফাঁকে টুকটাক একটি দু'টি করে শেষ পর্যন্ত মিনি সাইজের এক গল্পের আসরে পরিণত হয় পরীক্ষাকক্ষ। যা সম্পূর্ণ অসাবধানতাবশতঃ ও অনভিপ্রেত। আমাদের খেয়ালই থাকে না তরুণ শিক্ষার্থীদের মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য সময়ের কথা। অত্যুৎসাহী দু'একজন শান্ত পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে শিক্ষার্থীদের অহেতুক এত বেশী ধমকা-ধমকি করেন যে, ভয়ে অবশিষ্টদের নাড়িভুঁড়ি হজম হওয়ার উপক্রম। অনেকে আবার নিজ প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা দিতে আসা ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উপহাস ও ভর্ৎসনা করে থাকেন যা কোনক্রমেই শিক্ষকসুলভ আচরণ ও দায়িত্বপূর্ণতার মধ্যে পড়ে না। পাবলিক পরীক্ষা চলাকালীন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো উত্তরপত্রের 'ওএমআর' নামক অংশটি বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়া। দ্রুত খাতা জমাদানের প্রতিযোগিতায় উৎসাহী অনেকে তাই শেষ ঘণ্টাটি বাজা পর্যন্ত অপেক্ষায় না থেকে পনের মিনিট আগেই খাতা হতে 'ওএমআর' বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টায় লিপ্ত হন। যা শিক্ষার্থীদের মহাগুরুত্বপূর্ণ সময়ের অপচয় ঘটায় নিঃসন্দেহে। ভুক্তভোগী অভিভাবক-শিক্ষক-শিক্ষার্থী মাত্রই এ সমস্ত অনুযোগ-অভিযোগ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে শুনে থাকবেন এবং অনুভব করবেন। তবে হ্যাঁ, ঢালাওভাবে এ কথাসমূহ বলার কোন অবকাশ যেমন নেই- তেমনি এক বালতি বিশুদ্ধ গরুর দুধে দু'একটা অপরিপক্ব তেঁতুল বীচি ফেলার মত বিচ্ছিন্ন এ ঘটনাসমূহ অস্বীকার করারও কোন উপায় নেই। যা অনেক প্রতিভাবান শিক্ষার্থীর সুন্দর ভবিষ্যৎ অংকুরে বিনাশের কারণ হতে পারে। এর প্রতিকারও আমাদের নিজেদের নাগালেই এবং তা সম্ভব শুধুমাত্র আমাদের একটুখানি সতর্কতা ও ইচ্ছাশক্তির সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে। পরীক্ষার হলগুলোকে শিক্ষার্থীদের জন্য ভীতির দুর্গ হিসেবে পরিণত না করে দুর্নীতিমুক্ত, উৎসাহব্যঞ্জক ও সাবলীল করে তুলতে পারি আমরা আমাদের সামান্য প্রচেষ্টায়।

সুন্দর, প্রতিভাবান, কুশলী ও দক্ষ একটি প্রজন্ম গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সকলের। নিজ নিজ অবস্থানে থেকে সম্ভব সর্বোত্তম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব হতে কেউ তাই অব্যাহতিপ্রাপ্ত নই। সর্বমহলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় যেমন করে 'নকল' নামক ভয়াবহ ব্যাধি হতে আমরা আমাদের পরীক্ষা হলগুলোকে মুক্ত করতে পেরেছি, তেমনি আমাদের একটুখানি সচেতনতা ও আত্মোপলব্ধি এ সুন্দর পরীক্ষার হলগুলোকে আরও সুন্দর ও পবিত্ররূপে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। আমরা সক্ষম হবো বিদ্যামনস্ক ও জ্ঞানমনস্ক একটি নতুন প্রজন্ম বিনির্মাণে- এটাই তো আমাদের শিক্ষক জীবনের মূল লক্ষ্য।

লেখক ঃ সহকারী অধ্যাপক (পরিসংখ্যান)
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।